পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের গজল

২য় খন্ড

বিশ্ব ছাত্র জামাতুল মোসলেমীন

প্রকাশনায়ঃ

বিশ্ব ছাত্র জামাতুল মোসলেমীন

কার্যালয়ঃ

দুধল ইসলামিয়া সিনিয়র (ফাজিল) মাদ্রাসা
পোঃ দুধল মাদ্রাসা, থানাঃ বাকেরগঞ্জ
জিলাঃ বরিশাল, বাংলাদেশ।

প্রথম প্রকাশকালঃ ১৯৯৭ইং
দ্বিতীয় প্রকাশকালঃ ২০০১ইং

পূর্ণাঙ্গ দ্বীন সারাবিশ্বে প্রচারকল্পে প্রতিটি কিতাবের বিনিময় বা মূল্য স্বরূপ দ্বীনি সাহায্য–১২.০০ টাকা মাত্র।

দুধল পীর সাহেবের দরবারের বাৎসরিক মাহফিল প্রতি বৎসর ৭, ৮ ও ৯ই ফাল্গুন এবং ২১, ২২ ও ২৩ শে কার্তিক

প্রকাশকের কথা

মহান আল্লাহপাক এরশাদ করেন "হে ঈমানদারগণ তোমরা দ্বীন ইসলামের ভিতর পূর্ণভাবে দাখিল হও।"

আমরা অত্র মাদ্রাসায় আসার পূর্বে বিভিন্ন জেলার অনেক মাদ্রাসায় গমন করেছি। শোনার ভাগ্য হয়েছিল অনেক খ্যাতনামা বক্তাদের আকর্ষণীয় বক্তৃতা। কিন্তু কোথাও দ্বীন ইসলামের পূর্ণ তার সীমা রেখা পাইনি। অবশেষে যখন অত্র দুধল ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা তথা পূর্ণাঙ্গ দীনের মাদ্রাসায় আসলাম। তখন আমরা কুরআন-হাদীস, মাজহাবের কিতাব ও অতীত যুগের নায়েবে রাসূলগণের কিতাবসমূহের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের (আকাইদ, ফিক্বাহও তাছাওউফ) সঠিকরূপ রেখা জানতে পারলাম।

তাই আমরা নায়েবে রাসূল দ্বয়ের মাতাহাতে থাকিয়া গড়িয়া তুলিলাম "বিশ্ব জামাতুল মোসলেমীন"। পূর্ণাঙ্গ দ্বীন নিজে শিক্ষা করা এবং আমল করা ও অন্যদেরকে কিতাবী বিধান মোতাবেক পূর্ণাঙ্গ দ্বীন শিক্ষা দেওয়া ও আমলের উৎসাহ প্রদান করা ও সারা বিশ্বে পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের অভিযান সফল করে তোলা ইত্যাদিই আমাদের প্রধান কাজ।

ইতিমধ্যেই আমাদের মাঝে কিছু কবি ও সাহিত্যিকদের আবির্ভাব ঘটে। তারা স্বেচ্ছায় পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের উপরে বেশ কিছু গজল ও কবিতা রচনা করে আবৃতি করে শুনাতে লাগলেন। আর আমরা তরুন ছাত্র সমাজের কাছে উহা অত্যন্ত ভালোই লাগলো। ফলে আমরা "পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের গজল" ১ম খন্ড প্রকাশ করলাম। উক্ত খন্ডে যে সমস্ত খ্যাতনামা কবিদের গজল স্থান পেয়েছে তাঁহারা হলেন

মোঃ ইউনুছ হাওলাদার, মোঃ ইমাম হোসেন, মোঃ জোবায়ের হোসেন, মোঃ বেনজীর আহমেদ, মোঃ জিয়াউল হক, মোঃ শহিদুল ইসলাম।

এই বইখানা ছাপাতে এবং আমাদের অগ্রযাত্রায় বিশ্ব ছাত্র জামাতুল মোসলেমীনের পক্ষ থেকে আমাদেরকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেছেন, শ্রদ্ধেয় উস্তাদ মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব আলী বোরহানী সাহেব এবং অত্র সংগঠনের প্রাক্তন সভাপতিগণ যথাঃ

শ্রদ্ধেয় শাহ্ মোঃ সাইফুল্লাহ, শ্রদ্ধেয় শাহ্ মোঃ ছফিউল্লাহ মুহাম্মদ আল-আমীন, মুহাম্মদ মুঈনুল ইসলাম (জসিম) মুহাম্মদ মহিউদ্দীন, মোঃ বশির উদ্দীন, মোঃ মাইন উদ্দীন গং এদেরকে আমরা বিশেষ ভাবে স্মরণ করি।

আমরা আরও বিশেষভাবে স্মরণ করি বিশ্ব ছাত্র জামাতুল মোসলেমীনের বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সভাপতি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (অনার্সের) খ্যাতনামা ছাত্র মুহাম্মদ আল-আমীন ভাইকে। পরিশেষে পাঠক ভাইদের নিকট আরজ করছি যে, মুদ্রণে ছাপায় ভুল থাকা স্বাভাবিক। আশা করি উহা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্য।

ইতি
বিশ্ব ছাত্র জামাতুল মোসলেমীনের
পক্ষে
মুহাম্মদ শাহাদাৎ হোসেন
ডাইরেক্টর
বিশ্ব ছাত্র জামাতুল মোসলেমীন।

৩৮ নং গজল

বেহেশ্‌ত হতে ধুলির বুকে দুধলেরই কোলে
জন্মিলেন মোজাদ্দিদ গো বিশ্ব জনের তরে
১। চারিদিকে মানবতা আংশিকেরই সয়লাবে
হাবু ডুবু খাচ্ছিল সব ভাসছিল সব আঁধারে।
দ্বীনের নকীব এলেন তখন আর্তজনের তরে ঐ
২। বাতিলেরই হুংকারে হায় দিগন্ত সব শঙ্কিত
সত্য দ্বীনের ঝান্ডা যবে হয়েছিল ভূলুণ্ঠিত
এলেন তখন যুগের হাদী দুঃখীজনের তরে। ঐ
৩। গর্ত ছেড়ে কেউটেরা সব ফোশ মারিল আকাশে
বিষাক্ত সেই ফোসের ধোয়া মিশে গেল বাতাসে
আঁধার রাতের সমাপনি এলেন তখন ভূবনে। ঐ

৩৯ নং গজল

আল্লাহ পাককে ভয় কর ভয়ের হক আদায় কর
এরশাদ হচ্ছে কোরানে
পূর্ণ মুসলিম না হইয়া আসিও না কবরে।
১। ফিক্বাহ তাছাওউফ শিখবে যারা
পূর্ণ মুসলমান তারা ও
কোরআন ও হাদীসে প্রমাণ
লেখা মাজহাবেরও কিতাবে। ঐ

২। ফিক্বাহ্, তাছাওউফ শিখবে যারা
নবীর ওয়ারিশ হবে তারা ও
তাদের শিক্ষায় জান্নাত হবে
প্রমাণ আছে হাদীসে। ঐ
৩। শিক্ষাবস্থায় মারা গেলে
দুইজন ফেরেস্তা কবরে
পূর্ণাঙ্গ দ্বীন শিক্ষা দিয়া
উঠাইবেন হাশরে। ঐ
৪। ও মুমিনগণ আল কোরআনের বাণী শোন
আংশিক হতে পূর্ণ আসো
পূর্ণ ধর্মে নাজাত পাইবে
লেখা আছে কোরআনে : ঐ

৪০ নং গজল

পূর্ণ দ্বীনের শিক্ষা নিতে আসবি কে কে আয়
বিশ্ব নবীর নীতিমালায় তা'লীম নিতে আয়
সেই দ্বীনের তা'লীম দিলেন নবী মস্তফায়
১। আকাঈদ, ফিক্বাহ, তাছাওউফে পূর্ণ দ্বীনের শিক্ষা তাতে
নেইকো কোন শক শোভা কোরআন পাকে পাই।
সেই কোরআন সংরক্ষিত লাওহে মাহফুজে ভাই
সেই লাওহে মাহফুজ থেকে পাঠালেন খোদায় ; ঐ
২। পূর্ণাঙ্গদ্বীন শিক্ষা করে ঈমান আন কোরআন পড়ে
আমল করলে পরকালে জান্নাত চিরস্থায়ী
থাকবেনা আর কোন কষ্ট সবাকে জানাই। ঐ

৩। বর্তমান ফেৎনারই যুগে ভরে গেছে আংশিকেতে
তাছাওউফের মূল শিক্ষা নিলরে বিদায়
এই জামানার আলিম সমাজ হইল নিসহায়। ঐ
৪। তওবা করে ফিরে এস নায়েবে রাসূল জলদি ধর
পূর্ণ দ্বীনের শিক্ষা ছাড়া কোন উপায় নাই।
আলিম ফাজিল পীর বক্তা আংশিক ও শিখায়। ঐ

৪১ নং গজল

ইয়া রাসূলাল্লাহ হাশরে চাই শুধু দীদার তোমার
হাওজে কাওসার পিলাইও এইটুকু মোর আবদার।
* হয়েছিগো উম্মত তোমার পেয়েছিগো পূর্ণ দ্বীন
শিখে আমল করতে পারি এইটুকু বাসনা আমার। ঐ
* বর্তমানে চারদিকেতে বইছে, আংশিকের ঢল
পূর্ণ দ্বীনকে কায়েম করতে চাই শুধু দোয়া তোমার। ঐ
* তিহাত্তর দল আলেম হবে একদল মাত্র জান্নাতী
সেই দলেতে থেকে যেন হয়গো মরণ আমার । ঐ

৪২ নং গজল

আল-কোরআনের কথা শোন আল্লাহ তায়ালার বাণী
পূর্ণ শরীয়াত শিক্ষা করে হও খাঁটি মুসলমানী।
আকাইদ, তাছাওউফ, ফিক্বাহ পূর্ণ শরীয়ত।
শিক্ষা করে আমল কর সারা জিন্দেগানী। ঐ
১। এবাদত আর মোয়ামালাত ২০-এ ফিক্বাহ জানী

মোহলিকাত আর মুনজিয়াত শিখে হওরে সম্মানী। ঐ
২। রুহানী জেছমানী মালী বন্দেগীর ধারা
তিনেতে খাঁটি মোমেন কিতাব পড়ে জানী। ঐ
৩। তাবলীগ তিন প্রকার আম, খাছ, হুকমী
নায়েবে রাসূল আমল করিবেন অন্যরা দুখানী। ঐ
খাছ তাবলীগ ফরজ জান ওয়াজেব হুকমী
আম তাবলীগ সেই করবেন নায়েবে রাসূল যিনি। ঐ

৪৩ নং গজল

পরকালে চাও যদি আল্লাহর দীদার হে মুমীন বান্দা
ফিক্বাহ, তাছাওউফ শিক্ষা করে নাও তুমি হে মুমীন বান্দাহ
* তোমারী আত্মার ভিতর যেখানে ফুজুরীর সমাহার
তাছাওউফ একমাত্র তাহারই বিধান হে মুমিন বান্দাহ। ঐ
* মাজহাবের যত কিতাব আছে লেখা তার ভিতর
তাছাওউফ ছাড়া হবেনা আল্লাহর দীদার হে মুমীন বান্দাহ। ঐ
* জীবনের যত ইবাদত তোমার ফরজ ও নফল
তাছাওউফ বিনে করবে না কবুল খোদায় হে মুমিন বান্দাহ। ঐ
* কোরআনের উনিশ পাড়ায় লেখা সূরা শোয়ারায়
তাছাওউফ বিনে মুক্তি পাবে না যে কেহ হে মুমিন বান্দাহ। ঐ
* হাদীসে লেখা বেশুমার শোন মূল কথা উহার
তাছাওউফ শিখলে পাবে আল্লাহর দীদার হে মুমিন বান্দাহ। ঐ
* লিখেছেন গাজ্জালী ইমাম এহ্ইয়া কিতাবের ভিতর
বিমুখকারীর হইবে দোযখ হাশরে। ঐ

৪৪ নং গজল

মুসলমানী দাবী করিলি খাঁটি মুমিন হইলি না।
দুনিয়াদারী বেশ বুঝিলি কোরআন মানলি না।
১। আল্লাহর হুকুম ফরজ শিক্ষা জীবন ভরে করলি না শিক্ষা
মৃত্যু তোমার হাজির হইল স্বরণ করলি না। ঐ
২। আকাইদ, তাছাওউফ, ফিক্বাহ তোমার উপর ফরজ শিক্ষা।
সারা জীবন ঘুরে কাটাইলি খবর রাখলি না। ঐ
৩। এবাদত আর মোয়ামালাত, মুহলিকাত আর মুনজিয়াত।
প্রত্যেকটি দশ ভাগে আবার শিক্ষা করলি না। ঐ
৪। রুহানী, জেছমানী, মালী তিনেতে হয় জান্নাতী।
আংশিকেতে দোযখ হইবে খবর রাখলি না। ঐ
৫। পূর্ণ শরীয়াত শিখে না যারা ৭২ দল আলেম তারা।
তাদের দলে ভর্তি হইলি যাচাই করলি না। ঐ
৬। মানব শয়তানের ধোকা হইতে যদি চাও রক্ষা পেতে
নায়েবে রাসূল গ্রহণ কর দেরী কর না। ঐ
৭। মানব শয়তান যারা তাছাওউফ মানে না তারা
তাদের দলে ভর্তি হলে দোযখ হবে ঠিকানা। ঐ
৮। জলদি করে তওবা কর মানব শয়তান তরক কর
তা না হলে দোযখ হতে রক্ষা পাবে না। ঐ

৪৫ নং গজল

শোন ভাই মুসলমান দোযখের বর্ণনা
ফিক্বাহ, তাছাওউফ না শিখিলে রক্ষা পাইবা না।
১। দোযখের আগুনের কথা
শোনলে তোমার ঘুরবে মাথা
অতি উত্তপ্ত হবে যা সহ্য হবে না। ঐ
২। যাক্কুম দরী খাদ্য হবে
পুজ রক্ত পান করাবে।
নারি ভূরি গলে যাবে কিছুই থাকবে না। ঐ
৩। বেশুমার সাপ বিচ্ছু হবে
সারাদিন দংশন করবে
দুনিয়ায় এক ফোস মারলে কিছুই থাকতো না। ঐ
৪। শরীর পুরে কালা হবে
আবার নতুন চামড়া গজাইবে
একের পর এক আজাব হবে
মৃত্যু হবে না। ঐ
৫। এত সব বলা হল হাজার ভাগেরও কম হইল
এমন ভীষণ আজাব হবে
ভাষায় প্রকাশ সম্ভব না। ঐ

৪৬ নং গজল

তাছাওউফ এক অমূল্য ধন মন বুঝলি না।
তাছাওউফ বিনে পরকালে মুক্তি পাইবা না।
* জীবন ভরে রাত্রি-দিনে যত ইবাদত
তাছাওউফ ছাড়া কোন কিছু কবুল হবে না। ঐ
* আত্মার ভিতর অসৎ স্বভাব মুহ্‌লিকাত যার নাম
তাছাওউফ শিক্ষা ছাড়া দূর হবে না। ঐ
* ৭২ দল আছে যারা তাছাওউফ শিখায়না তারা
জেকের অজিফা দিয়া করছে বাহানা। ঐ
* তাছাওউফ শিক্ষা না করিয়া রিয়া কারী আবেদ হইয়া
কবরে আসিলে কিন্তু রক্ষা পাবে না। ঐ
* মানব শয়তান আছে যারা, তাছাওউফ শুনিলে তারা
গায়ে তাদের আগুন জ্বলে সইতে পারে না। ঐ
* তাছাওউফ ছাড়া জিকির করলে কেবর ওজব্ বৃদ্ধি পাবে
আখেরাতে দোযখ হতে রক্ষা পাবে না। ঐ
* মানব শয়তান আছে যারা তাছাওউফ মানেনা তারা
কোরআন– হাদীসের বিধান মানে না। ঐ

৪৭ নং গজল

কেনে ওরে বিশ্ববাসী ফিক্বাহ, তাছাওউফ শিখো না
ফিক্বাহ, তাছাওউফ না শিখিলে দোযখ হবে ঠিকানা।
১। প্রথমে শিখবে তাছাওউফ
তার পরে শিখবে ফিক্বাহ
ফিক্বাহ তাছাওউফ শিক্ষা করলে
জান্নাত হবে ঠিকানা। ঐ
২। ফিক্বাহ, তাছাওউফ শিখবে যারা
হবে খাঁটি মুসলমান
হাশরেতে পাইবে নাজাত আবে কাওসার করবে পান। ঐ
৩। বিশ্ববাসী আছ যারা জলদি করে শিক্ষা কর
ফিক্বাহ, তাছাওউফ না শিখিলে
দোযখ হবে ঠিকানা। ঐ

৪৮ নং গজল

হিসাব কর মরার আগে একবার মিলাও হিসাব তোমার
পরকালের শান্তির লাগি কি করিয়াছ যোগাড়।
১। মাল দৌলাত শান ও শওকাত হিম্মাত বাহাদুরী
সকলই খোদার নেয়ামত
করছ কি শোকর গোজার। ঐ
২। ক্ষণকালের দুনিয়াদারী বাদশাহী বাহাদুরী
মৃত্যুর পরে ইহার কিছু যাবেনা সঙ্গে তোমার। ঐ
৩। রূহানী, জেছমানী, মালী বন্দেগী খোদা তায়ালার
কতটুকু করছ আমল একবার মিলাও হিসাব তাহার। ঐ

৪৯ নং গজল

আকাইদ মানে ঈমানের মাছয়ালা ঈমানের মূল ভিত্তি
ফিক্বাহ, তাছাওউফ শিক্ষা করলে ফরজ শিক্ষা ইতি। ঐ
* কালেমায় তাইয়্যেবা, কালেমায় শাহাদাৎ সপ্ত চীজের ঈমান
আনতে হবে কুণ্ঠা করোনা হয়োনা বেঈমান। ঐ
* ফিক্বাহ মানে দেহের মাছয়ালা দুই ভাগে তার নাম
তিন প্রকারে পূর্ণ শরীয়ত শোন মুসলমান। ঐ
* তাছাওউফ মানে আত্মার মাছয়ালা মুহলিকাত, মুনজিয়াত
তারীফ, ছবর, আলামত এলাজ শিক্ষা করার নাম। ঐ

৫০ নং গজল

দুধলেতে ফুটলো দ্বীনের ফুল গো দ্বীনের ফুল,
১। সেই ফুলেরই কুশবো এলো
বিশ্ব ভূবনে ছড়িয়ে গেল।
নিতে মধু ভোমর অলী,
হয়েছে ব্যাকুল। ঐ
২। একটি গাছে তিনটি শাখা
আকাঈদ, তাছাওউফ ও ফিক্বাহ
তিনেতে পূর্ণ মুসলমান
শরীয়াতের মূল। ঐ

৫১ নং গজল

জিকিরে আত্মার তাছাওউফ হাসিল হবে না
জিকিরে কুরিপুগুলো দূর হবে না।
১। যদি রিপু দুর হইত ইবলিশেরই আগে হত
লক্ষ বছর জিকির করল কেবর গেল না। ঐ
২। শামী কিতাবের ৪০ পৃষ্ঠায় সহীহভাবে লেখা আছে
তারীফ, ছবব, আলামত ও এলাজ শিক্ষা ছাড়া রিপু দূর হইবে না। ঐ
৩। জখিরায়ে কেরামতের ভিতরে আছে লেখা পরিষ্কার
জিকিরে আত্মার কুরিপু দূর হইবে না। ঐ
৪। তাসাওউফ ছাড়া জিকির করলে আত্মার রিপু বৃদ্ধি পাবে
তাকাশশুফ কিতাবে লেখা দেখ খুলিয়া। ঐ

৫২ নং গজল

শোনেন সবে মুমিনগণে বসিয়া
কেমনে তাসাওউফ হাসিল যায় হইয়া।
১। প্রথমে রিপুর তারীফ জানিবে।
সব আলামত তাহার শিখিবে
এলাজ যখন দিবে চালাইয়া
আত্মার রিপু তখন যাবে দূর হইয়া। ঐ
২। জিকির শোগলে নাহি দূর হইবে
তারীফ, ছবব, আলামত ও এলাজ শিখিয়া
আমল করলে রিপু যাবে দূর হইয়া। ঐ
৩। মোরাকাবা মোশাহাদায় দূর হয় না
কিতাবে খোলাসা আছে বর্ণনা
তারীফ, ছবব, আলামত ও এলাজ না শিখিলে
সব এবাদত যাবে তোমার বিফলে। ঐ

৫৩ নং গজল

শোন মুমিন মুসলমান সবাকে জানাই
দুধলের মাহফিলের খবর বলে যাই।
১। প্রতিবৎসরের তারিখ খানা
ইয়াদ রেখ ভুলিও না।
৭, ৮, ৯ই ফাল্গুন
সবাকে জানাই। ঐ
২। পূর্ণাঙ্গ দ্বীন শিখার তরে
প্রতিবছর বারে বারে
ফাল্গুনের সভাতে ভাই,
দাওয়াত জানাই। ঐ
৩। মাহফিলে হাজির হলে পরে
খোদা তায়ালার দরবারে
তালবে এলেমের খাতায়
নাম লেখা হয়। ঐ

৫৪ নং গজল

কে কে যাবি আয়রে তোরা আয়রে সময় যায় (২)
১। পূর্ণ দ্বীনের অভিযান কুয়াকাটার সম্মেলন
১৩, ১৪ই এপ্রিল মাসে হয়রে সময় যায়। ঐ
২। নায়েবে রাসূলের আহ্বান পূর্ণ দ্বীনের সম্মেলন
দক্ষিণ বঙ্গে যাবি কে কে আয়রে সময় যায়। ঐ
৩। পূর্ণ দ্বীনের সম্মেলন দক্ষিণ বঙ্গের অভিযান
জানে মালে আসবি কে কে আয়রে সময় যায়। ঐ

৫৫ নং গজল

মাহ্‌ফিলে যাবি কে কে আয়রে তোরা হে মুমিন বান্দাহ
সম্মেলনে যাবি কে কে আয়রে তোরা হে মুমিন বান্দাহ
১। মাহ্‌ফিলে গেলে পরে হায় হাজারো নেকী পাওয়া যায়
এই নেকীই পরকালেরই সম্বল হে মুমিন বান্দাহ। ঐ
২। আগামী ৩০শে চৈত্র আরো যে, ১লা বৈশাখ
এই দিনে কুয়াকাটায় হয় যে মাহফিল হে মুমিন বান্দাহ। ঐ
৩। পূর্ণ দ্বীনের জয় ভাইরে হবে যে, নিশ্চয়
বিজয়ের শুভ বার্তা এই মাহফিল হে মুমিন বান্দাহ। ঐ

৫৬ নং গজল

পূর্ণ দ্বীনের সম্মেলনে আয় কে যাবি
তাছাওউফের সম্মেলনে আয় কে কে যোগ দিবি?
১। দ্বীনের লাগিয়া কে কে যাবি আয় দক্ষিণ বঙ্গেতে
তাড়াতাড়ি আজ ছুটে আয় তোরা মোদের এই কাফেলাতে। (২)
কুয়াকাটার কাছেতে সাগরের ঐ পারেতে সম্মেলন ২ দিন ব্যাপি। ঐ
২। দ্বীনের লাগিয়া কত সাহাবারা জান করিল দান
আজ দ্বীনের ডাকেতে যাবিনা তোরা হইয়া মুসলমান (২)
আজ পূর্ণ দ্বীনের ডাকেতে আল্লাহর পথেতে
আয় জান-মাল করবি কে কোরবাণী। ঐ
৩। দ্বীনের লাগিয়া নবীজী মোর দান্দান করল দান
আজ দ্বীনের ডাকেতে যাবিনা তোরা হইয়া মুসলমান (২)
আজ নায়েবে নবীর ডাকেতে সাগরের ঐ পারেতে
হাজির হইয়া কে আজ ধন্য হবি। ঐ

৫৭ নং গজল

পূর্ণ দ্বীনের সম্মেলনে তাসাওউফের সম্মেলনে
আয় কে যাবি আয়রে আয়
পূর্ণ দ্বীনের সম্মেলনে আয় (২)
১। সাগরেরই ঐনা পারে
বাংলাদেশের দক্ষিণ ধারেও
দুইদিন ব্যাপী সম্মেলনে (২)
কে কে যাবি আয়রে আয়। ঐ
২। সম্মেলনে হাজির হলে
আল্লাহ তায়ালা খুশী হয়েও
তিন হাজার মকবুল আমল (২)
আমলনামায় লিখে দেয়। ঐ
৩। নায়েবে রাসূল যেইখানে
আলকুরআনের তাফসীর করেনও
যে তাফসীরে পূর্ণ দ্বীনের (২)
সঠিক শিক্ষা পাওয়া যায়। ঐ

৫৮ নং গজল

পূর্ণ দ্বীনের সম্মেলনে কে যাবি একিনী
জলদি করে আয়রে তোরা আর বেশী নয় দেরী
১। ১৩-১৪ এপ্রিল মাসে সোম ও মঙ্গলবারে
পূর্ণ দ্বীনের সম্মেলন ভাই সাগরেরই পারে। ঐ
২। নায়েবে রাসূল তাফসীর করবেন
পাক কুরআনের বাণী। ঐ

৫৯ নং গজল

আল্লাহ পাকের হামদ ও দুরূদ নবী মোস্তফায়
বিশ্বনবীর আল-আসহাবে ছালাম জানাই আর
যাহার দ্বারা এলমে তাছাওউফ হইল সংস্কার
তাহার উপর বর্ষিত হোক রহমত আল্লাহর। ঐ
১। যিনি নায়েবে রাসূল
সারা বিশ্বে ফুটাইলেন শরীয়তের ফুল
হাতেম আলী নামটি তাহার বাড়ি বরিশাল।
তাহার উপর বর্ষিত হোক রহমত আল্লাহর। ঐ
২। যিনি নায়েবে রাসূল
বাংলা হতে উৎখাত করলেন বাহাত্তরদের মূল
আংশিকবাদী দমন করলেন নিয়া আল-কোরআন।
তাহার উপর বর্ষিত হোক রহমত আল্লাহর। ঐ
৩। যিনি নায়েবে রাসূল
ভন্ডফকির দমন করলেন কেটে তাদের চুল
নাকে মুখে চুনা দিল ভন্ড ফকিরদের
তাহার উপর বর্ষিত হোক রহমত আল্লাহর। ঐ

৬০ নং গজল

পূর্ণ দ্বীন জিন্দাবাদ, তাছাওউফ জিন্দাবাদ
জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ।
১। পূর্ণ দ্বীনের এই পাক জামাতে,
এসে দাঁড়াও কাঁধে কাধঁ মিলিয়ে
সুশীতল দ্বীনের এই ছায়া তলে
মোদের জীবন আবাদ। ঐ

২। পূর্ণ দীনের শিক্ষা দীক্ষা গুরু
সর্ব শ্রেষ্ঠ পয়গাম্বর নবী নুরু।
জীবনের বিনিময়ে ভালবেসে
করব পূর্ণদ্বীন জারী। ঐ
৩। নায়েবে রাসূলের হাত ধরিয়ে
বা'য়াত হব মোরা পূর্ণ দ্বীনে।
করব লড়াই মোরা শের্‌ক বাতিলের
বিশ্ব জুড়ে অভিযান। ঐ
৪। কোরআন হাদীসের বিধানগুলি
মেনে লও সকলে পুরাপুরি
আত্মার কুরিপু দূর করিয়ে
হব জান্নাতবাসী। ঐ
৫। লাখ বাতিলের শক্তি একাকার
করে দিব ফুৎকার থাকবেনা আর
মুমেনের ঈমানী শক্তির দাম।
নহে বাতিলের সমান। ঐ
৬। পূর্ণ দ্বীনের যত কর্মী দল
পতাকা হাতে নিয়ে সামনে চল।
পূর্ণ দ্বীনের জয় হবে নিশ্চয়।
আল্লাহ মোদের শায়। ঐ
৭। পশ্চিম পূর্ব দক্ষিণ উত্তরে
যত জায়গা আছে খোলা এই জমিনে।
খুশবু ছড়াইবো পূর্ণ দ্বীনের।
মিটবে মনের সাধ। ঐ

৬১ নং গজল

আসবি কে কে আয়, দুধলেতে আয়, আমার সাথে আয়।
পূর্ণ দ্বীনের মাহফিলে যোগ দিতে আয়
পূর্ণ দ্বীনের তা'লীম নিতে দুধলেতে আয়।
১। বৎসরেতে ছয়টি সভা সবাকে জানাই
নায়েবে রাসূল তা'লীম দিবেন সেই সভাতে ভাই
২১, ২২, ২৩শে কার্তিক ৭, ৮, ৯ই ফাল্গুনে
নির্দিষ্ট দুইটি সভা রাখিও স্মরণে
এই সভাতে পূর্ণ দ্বীনের সন্ধান পাওয়া যায়। ঐ
২। তা'লীম নিতে আসবে যারা খোদারই বিধান
নিজের খরচ বহন করবে ওস্তাদকে বেতন করবে দান
সারা বিশ্বে পূর্ণ দ্বীনকে কায়েম করতে ভাই
জানে-মালে হাদীকে সাহায্য করিবে নিশ্চয়
দুধলেতে পূর্ণ দ্বীনের তা'লীম পাওয়া যায়। ঐ
৩। আল্লাহর ভয় যাদের দেলে, আসবে তারা দলে দলে
মানবেনাকো ঝড় তুফান আর বাঁধার পাহাড়
তারা হাজির হবে ভাই, তাদের ভয়ের কিছু নাই
পূর্ণ দ্বীনের সঠিক শিক্ষা হাদীর কাছে পাই
দুধলেতে যাই, পূর্ণ দ্বীনের মাহফিলে যোগ দিতে আয়। ঐ

৬২ নং গজল

১। মোদের পরিচয় মোদের সুনাম
বিশ্ব জামাতুল মুসলেমীন নাম
মোদের দাবী খাঁটি পূর্ণ-দ্বীনের করি কাম। ঐ
২। নিজে শিখিয়ে আমলে আনা,
অন্যকে শিক্ষার আহ্বান করা
সারা বিশ্বে প্রচার করা (২)
এই জামাতের কাম ঐ
৩। হাটি হাটি কদম সম্মুখে দিব মোরা
এগিয়ে চলব, বিশ্ব ভুবন ধরা
বুকে কোরআন মুখে আওয়াজ ধ্বনি আল্লাহু আকবার।
৪। মায়া নেই মোদের এই জীবনের,
ওয়াক্‌ফ করেছি পূর্ণ দ্বীনে
হইব শহীদ নইলে গাজী (২)
লোকসান নেই মোদের এই জীবন। ঐ
৫। নছিবেতে হয় যদি শহীদের মর্তবা
গোসলও না লাগিবে এটাই পাইবে শোভা,
রক্ত মাখা জামা নিয়ে মোরা (২)
উঠবো হাশরের ময়দান। ঐ
৬। কে আছ মোদের সাথী ও বন্ধু
কৈ গেলি তরুণ নও জোয়ান,
মোদের ডাকে সারা দিয়ে তোরা (২)
জীবনটাকে কর সুনাম। ঐ

৬৩ নং গজল

আল্লাহ মোদেরি রব তিনি পাক জামিন
পূর্ণ দ্বীন কবুল করে হবে যে মোমিন পূর্ণতা দ্বীন।
১। পূর্ণ দ্বীনের শিক্ষায় যে অনুসারী
ঈমান নিয়ে চলে যাবে কবরের বাড়ি পূর্ণকামী। ঐ
২ প্রশ্ন তাকে করবে যখন, মোনকার নাকীর
নবী তোমার কে ছিল দ্বীন ছিল কি? পূর্ণতা দ্বীন। ঐ
৩। প্রশ্ন হবে রব তোমার কে পাক জামিন।
জবাব দিয়া দিবা তুমি বলিবা আমিন, পূর্ণতা দ্বীন। ঐ
৪। গুণাখাতা মাফ কর গুনাগার আমি।
গুণার বোঝা মাথায় নিয়া দুয়ারে ঘুরি।
আসামী আমি, পূর্ণতা দ্বীন। ঐ
৫। রহম কর ওগো আল্লাহ তুমি যে রহিম
মার-কাট যাহা কর তোমারি অধীন। ঐ

৬৪ নং গজল

আমি কাঁদিগো ধ্যানে নবীর বসে নিরালায়
আমি কাঁদি গো (২ বার)
ওগো আমার নবী, এই দুনিয়ায় দুঃখি আমি।
তোমাকে না পাইয়া আমি, তোমাকে হারাইয়া আমি বেকারার। ঐ
* প্রিয় নবীর মুখের বাণী, এলমে তাছাওউফ জানি।
সে দ্বীন আজ বিলুপ্ত কেন? পূর্ণঙ্গ দ্বীন লুপ্ত কেন? ফরজে আইন সবার। ঐ

* পূর্ণ দ্বীনের নূরের বাতি, জ্বালিয়ে গেলেন নুরু নবী।
সেই বাতিরী রৌশন আলো (২বার) তাছাওউফ। ঐ
* পূর্ণ দ্বীনের আমলকারী, খাঁটি উম্মাত নবীর তিনি।
শাফায়াত করিবেন নবী, পিলাবেন কাওছার। ঐ
* মদীনার ঐ পাক ও মাটি ঐ মাটিরও ধূলাবালি।
মাখতাম আমি পেশানীতে, মাখতাম সেই ধুলাতে।
মাখতাম আমার গায়। ঐ

৬৫ নং গজল

সবারি কিসমত ঢেকেছে আঁধার,
ভরে গেছে আংশিক নেমেছে জুলমাত। (২)
১। কোরআন-হাদীস সব ছেড়েছি আমরা,
কি করে পাবো খোদারী জান্নাত। ঐ
২। ছেড়ে তাছাওউফ ধরেছি ফিক্বাহ
ভুলেছি দ্বীনের সীমারেখা
অন্তরে যদি থাকে রাজায়েল
কি করে পাবো খোদারী জান্নাত। ঐ
৩। ভুলেছি আদল ভুলেছি এহ্ছান,
কাঁদে সে ব্যাথায় জমিন ও আসমান।
পথ ভুলে তাই কাঁদিগো হযরত (সঃ)
কি করে পাবো তোমার শাফায়াত। ঐ

৪। ছেড়েছি চারি ধারার ও মাছয়ালা
ধরেছি জিকির সকাল ও সন্ধ্যা
এলমে তাছাওইফ না শিখিলে
কিভাবে পাব খোদারী জান্নাত। ঐ
৫। মেনে চলি যদি খোদারই বিধান
মিলিবে নাজাত টিকিবে ঈমান
হাশরে মিজানে পুলসিরাতে
সব খানে মোরা পাইব সাজাত। ঐ

৬৬ নং গজল

ও মুসলমান শুনে রাখ পূর্ণ দ্বীনের আহ্বান
সময় থাকতে দিলে সাড়া হবে তোমরা সফলকাম
১। নবীর যুগে ডাকছেন নবী, ছিল তাহা নবীর কাম
নবীর পরে থাকবেন যারা নায়বে নবী তাদের নাম। ঐ
২। আকাঈদ আর ফিক্বাহ্ তাছাওউফ থাকবে যাদের আহ্বান
তাদের ডাকে দিলে সাড়া সফল হবে দোজাহান। ঐ
৩। পূর্ণদ্বীনে মুক্তি আছে আংশিকেতে জাহান্নাম
পূর্ণাঙ্গ দ্বীন শিক্ষা করলে জান্নাত হবে শেষ মাকাম। ঐ

৬৭ নং গজল

দুধলের ছোট্ট এই গ্রামের মাঝে
জেগেছে হিরার ক্ষণি
আয়রে সকল খোদার পাগল ক্বলব কর নুরানী।
১। নুর নবীজি নুরের ক্ষণি তামাম জাহান হয় নুরানী
মরহুম হাতেম আলী সাহেব (রহঃ) সেই নুরেরী নজরানী। ঐ
২। ফিক্বাহ্ পড়লা গৌরব করলা তাছাওউফ না শিখিলা
মধুর মধুর ওয়াজ করিয়া, টাকা কামাই করিলা
শুধু প্রচার করে কি ফিক্বার মাসালা।
শুধু আমল করে কি ফিক্বার মাসালা
পূর্ণ হইতে পারবানি। ঐ
৩। আকাইদ, তাছাওউফ, ফিক্বাহ
এই তিন প্রকার দ্বীনের সীমা রেখা
বাদ দিয়া ইহার কোন একটা
আল্লাহর জান্নাত পাইবানি। ঐ
৪। মুখের কথায় যদি না আন ঈমান
কোরআন-হাদীস দেখে লওতার প্রমান
সত্য না মিথ্যা লয়েতার প্রমান
দিল কর তোমার রৌশনী। ঐ
৫। তাসাওউফের আমল না থাকিলে
জাহান্নামে যাইবা চলে
পরবা বাহাত্তরের দলে
হিসাব করে দেখছনি। ঐ
৬। আত্ম শুদ্ধি করতে হলে
চলে আস ময়দান দুধলে
তাছাওউফের মাসয়ালা শিখে সকলে
দিল কর সবার রৌশনী। ঐ

৬৮ নং গজল

১। মুসলমান আজ ঘুমিয়ে রইলি জাগরণ হইলি না
পূর্ণাঙ্গ দ্বীন আংশিক হইল দেখে ও দেখলি না।
২। পূর্ণাঙ্গ দ্বীন প্রচারের লাগী
তায়েফের ময়দানে নবী তিনশতেরও অধিক আঘাত সইলেন
তবুও ইসলাম ছাড়লেন না। ঐ
৩। ওহুদের ঐ ময়দানেতে কাফেরের আঘাতেতে
দান্দান মোবারক শহীদ হইল
গেলেন নবী বেহুশ হইয়া। ঐ
৪। কঠিন হাশর ময়দানেতে
নবী কাওছার পিলাইবেন
আংশিকে থাকিলে হাউজে কাওছারের
পানি পাওয়া যাবে না। ঐ

৬৯ নং গজল

পাক কদমে নবীজির হাজারো ছালাম
পৌছাইও বারী তায়ালা মদীনা মোকাম
লিখিও নসীবে দীদার তোমার
ইয়া বারী তায়ালা ইয়া বারী তায়ালা। (২)
১। দেখিনাই চোখেতে নাম শুনি কানেতে
হাবিব তোমার আসছিল ভবেতে
পূর্ণ দ্বীনের দিয়াছে পয়গাম

ইয়া বারী তায়ালা ইয়া বারী তায়ালা। ঐ
২। নায়বে রাসূল জামানার দুধলের মাজার
শায়িত আছেন গুলবাগে তোমার
তার কাছে পূর্ণ দ্বীন পেয়েছি আবার
ইয়া বারী তায়ালা ইয়া বারী তায়ালা। ঐ
৩। পেয়েছি পূর্ণ দ্বীন জামাতুল মোসলেমীন
ইসলামের পতাকা করিল উড্ডিন
বিশ্ব মাঝে ছড়াইবে পূর্ণ দ্বীন আবার
ইয়া বারী তায়ালা ইয়া বারী তায়ালা। ঐ

৭০ নং গজল

পাই যদি নবীগো আপনার দীদার
মৌয়াতের যাতনা থাকিবে না আমার
দয়া যে করিয়া দিওগো দীদার। (২)
ইয়া রাসূলাল্লাহ---- (৪)
১। আমার মৌয়াতের নিদানকালে
থাকিও নবীজি আমারী শিয়রে (২)
দেখিব আপনাকে আপন নজরে। ঐ
২। মুনকার নাকীর আসিয়া সওয়াল করবেন বসাইয়া
দিওগো নবীজি পর্দা উঠাইয়া (২)
করিব চুম্বন কদম ধরিয়া। ঐ
৩। শাফায়াতের অধিকার হাতেযে আপনার

ত্বরাইও নবীজি উম্মত গুনাহগার (২)
আপনও হাতে পিলাইও কাওছার। ঐ
৪। পিতা মাতা যাহাদের অন্ধকার কবরে
দেখিও নবীজি মায়ারী নজরে (২)
সুপারিশ করাইয়া ত্বরাইও মিঝানে। ঐ

৭১ নং গজল

পৃথিবীতে এত সংগঠন থাকতে
করলাম কেন জামাতুল মোসলেমীন
দেখলাম যে হায় তারা সকলে
শিক্ষা দিতেছেনা পূর্ণাঙ্গ দ্বীন (২)
১। আংশিকেরা মানুষ দিগকে দিতেছে ধোকা
ধোকায় যে হায় তারা সকলে হবে বোকা
পূর্ণ দ্বীন শিখে আমল কর
জান্নাত তোমাদের হবে নিশ্চয়। ঐ
২। আংশিকেরা বাহাদুরী করতেছে সারা দুনিয়ায়
তাদের জ্বালায় পূর্ণ দ্বীনের কর্মীরা থাকতে না পায়
ওদের দলকে ভাংবো মোরা
গড়েছি জামাতুল মোসলেমীন। ঐ

৭২ নং গজল

মোরা পেতে চাই করুনা তোমার মোদের করুনা কর
হে পরোয়ার (২)
১। মোরা যেন হতে পারি পূর্ণ দ্বীনের তলাবা
যেমন ছিলেন নবীজির শত সাহাবা
এই নিবেদন তোমার কাছে করি মোরা বারে বার। ঐ
২। তোমার কাছে একটি দাবী মুক্তি দিবে মোদের সবই
জানাব সবায় তোমার বাণী আমরা যেন তাইতো মানি
সইতে পারি আমরা যেন শক্তি দাও খোদা তার। ঐ
৩। আমরা সেনা দ্বীনের তরে আনব স্বাধীন, আলোর দ্বারে
খোদার দেয়া সেইতো বিধান মানব মোরা বারে বার। ঐ
৪। মোরা রাখতে পারি যেন আবুবকরের অবদান
ওমর যেমন ছিলেন, সৈনিক ওগো ন্যায়পরায়ন
তাইতো বসে খোদার কাছে এই শিক্ষা চাই শত বার। ঐ

৭৩ নং গজল

দাও খোদা দাও শক্তি মোদের
শিখতে শরীয়াত। (২)
স্মরণ শক্তি দাও বাড়িয়ে দাও মোদের হিম্মত। ঐ
১। তোমার দ্বীনকে শিখতে পারি
যেমন ছিলেন আবুবকর
তার মতই আমল করার শক্তি মোদের দাও
শক্তি মোদের দাও। ঐ
২। বুঝ্ শক্তি দাও বাড়িয়ে ইবনে আব্বাসের মতন
তোমার দ্বারে চাইছি খোদা সবই তোমার ইখতিয়ার। ঐ
৩। দ্বীনের পথে চলতে পারি যেমন ছিলেন সাহাবা
গুনাহগারের এই ফরিয়াদ কবুল কর সরোয়ার। ঐ

দরূদ ও কিয়াম

আল্লাহুম্মা সল্লি আলা সাইয়্যেদিনা মাওলানা মুহাম্মদ
ওয়ালা আলি সায়্যেদিনা শাফিয়ানা মুহাম্মদ

১। আমরা সবাই আল্লাহর সৃষ্টি স্রষ্টার আইন মানতে হয়,
স্রষ্টার আইন মানতে হলে ফিক্বাহ তাসাওউফ শিখতে হয়। ঐ
২। স্রষ্টার আইন মানতে হলে ফিক্বাহ তাসাওউফ শিখতে হয়,
ফিক্বাহ তাসাওউফ শিখতে হলে নায়েবে রাসূল ধরতে হয়। ঐ
৩। ফিক্বহ তাসাওউফ শিখতে হলে নায়েবে রাসূল ধরতে হয়,
নায়েবে রাসূল ধরতে হলে কামেল নাকেস চিনতে হয়। ঐ
৪। নায়েবে রাসূল ধরতে হলে কামেল নাকেস চিনতে হয়,
কামেলের শিক্ষায় জান্নাত ভাইরে নাকেসের শিক্ষায় জাহান্নাম। ঐ
৫। দেহ আত্মা দিয়ারে মানুষ এই দুনিয়ায় আসে যায়,
দেহ আত্মার বন্দেগী আছে নায়েবে রাসূল তা শিখায়। ঐ
৬। আরশের নিচে সেজদায় পড়ে কাঁদবেন নবী জারে জার,
মাফ করিয়া দেনগো আল্লাহ উম্মত আমার গুনাহগার। ঐ

সমাপ্ত

পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের গজল ৩য় খন্ড পাঠ কুরুন